যুগান্তর

তারিখ ... 8 SEP 2005 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৮ ...

আজ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

ধনী-গরিবের সাক্ষরতার হারে আকাশ-পাতাল তফাৎ

মুসতাক আহমদ

দেশে ধনী-দরিদ্র মানুষের মধ্যে সাক্ষরতার হারে আকাশ-পাতাল তফাৎ। ধনী পরিবারে যেখানে ৭৫ ভাগ লোক সাক্ষর সেখানে দরিদ্র মানুষ মাত্র ২৯ ভাগ সাক্ষর। শিক্ষায় ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের এই উদ্বেগজনক চিত্র বেরিয়ে এসেছে সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ সাক্ষরতা নিরূপণের হিসাবে। তবে সুখবর রয়েছে নারী-পুরুষের সাক্ষরতায়। দেশে বর্তমানে সাক্ষর নারীর হার ৪৯ দশমিক ৫১ আর সাক্ষর পুরুষের হার ৪৮ দশমিক ৬০ ভাগ। এদিকে বিবিএস এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে মোট সাক্ষরতার হারের পরিসংখ্যানের মধ্যে বরাবরের মতোই মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতে, বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৫৩ ভাগ। তবে বিবিএস বলছে, সাক্ষরতার হার ৪৮ দশমিক ৪৮ ভাগ। বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান বিবিএসের তথ্যের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেছে। শিক্ষা নিয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী এনজিওদের সবচেয়ে বড় সংগঠন গণসাক্ষরতা অভিযান

তফাৎ : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ১

তফাৎ : আকাশ-পাতাল

৩য় পৃষ্ঠার পর

(ক্যাম্পে) ব্যবস্থাপক কেএম এনামুল হক জানান, সাক্ষরতা নিয়ে সঠিক তথ্য দেয়ার মালিক বিবিএস। কেননা, তারাই এ ব্যাপারে কাজ করে থাকে।

জানা গেছে, বিবিএসের সঙ্গে এনজিওদের এই সখ্যের ব্যাপারে অবশ্য একটি গোপন রহস্য রয়েছে। সেটি হচ্ছে, বিবিএস যখন গত বছর সাক্ষরতার হার নিরূপণে দেশব্যাপী নামে, তখন তারা ক্যাম্পের সহায়তা নিয়েছে। ইউনেস্কোর আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত ওই অভিযানে ক্যাম্পে কারিগরি সহযোগিতা করে। ক্যাম্পের ব্যবস্থাপক কেএম এনামুল হকের মতে, সাক্ষরতার ব্যাপারে বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে সমন্বিত কাজ ওটিই প্রথম।

এই অবস্থার মধ্যেই বছর ঘুরে আজ পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। দিবসটি উপলক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনের ওই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যোগদান করবেন। এছাড়া বিকালে মহাখালীর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো সম্মেলন কক্ষে গোলটেবিল আয়োজন করা হয়েছে। এবারের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, 'সাক্ষরতা অর্জন জনতার ক্ষমতায়ন'। জানা গেছে, আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করা হবে। তবে সরকার ১ বছর আগেই অর্থাৎ ২০১৪ সালের মধ্যে লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়। সে লক্ষ্যে ২০১১ সালের মধ্যে সব শিশুকে বিদ্যালয়ে হাজির করার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। এছাড়া এ সময়ের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৮০ ভাগে উন্নীত করার মেগা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। জানা গেছে, সর্বশেষ গতবছরের শেষের দিকে বিবিএস ইউনেস্কোর সহায়তা 'খানা জরিপ' চালিয়ে সাক্ষরতার হার নিরূপণ করেছে। তাদের মতে, ১৫ তদূর্ধ্ব বছর বয়সী সাক্ষরতার হার ৪৮ দশমিক ৪৮ ভাগ। এর মধ্যে সাক্ষর নারীর হার ৪৯ দশমিক ৫১ এবং পুরুষ সাক্ষর লোকের সংখ্যা ৪৮ দশমিক ৬০ ভাগ। তাদের হিসাবে ধনী-দরিদ্র পরিবারে সাক্ষরতার হারে মারাত্মক ও ভয়াবহ বৈষম্য বেরিয়ে এসেছে। ধনী পরিবারে যেখানে ৭৫ ভাগ লোক সাক্ষর সেখানে দরিদ্র মানুষ মাত্র ২৯ ভাগ সাক্ষর। তবে মধ্যবিত্ত পরিবারে সাক্ষরতার হার বেশি— ৫১ ভাগ। বিবিএসের জরিপ মতে আরও দেখা যায়, ৪৫-৪৯ বছর বয়সী মানুষের মধ্যে বর্তমানে দেশে ৫১.৫ ভাগ সাক্ষর। সবচেয়ে বেশি সাক্ষর ১১-১৪ বছর বয়সী মানুষ। এই বয়সের মানুষের মধ্যে ৫৮.৭ ভাগই সাক্ষর। তবে ১১ তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে নব্য সাক্ষর মাত্র ১৬ দশমিক ১ ভাগ। আর প্রারম্ভিক স্তরে এই হার ২০ দশমিক ৬ ভাগ। তবে একেবারেই সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন নন এমন জনগণের সংখ্যা ৩৩ দশমিক ৫ ভাগ। এটা ১৫ তদূর্ধ্ব বয়সী নাগরিকদের হিসাব।

মূলত সাক্ষরতার হার নিয়ে ২০০২ সালে যখন বিতর্ক উঠেছিল তখন এনজিও ছাড়াও খোদ সরকারি প্রতিষ্ঠানই পৃথক তথ্য প্রকাশ করেছিল। যেখানে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সাক্ষরতার হার বলেছিল ৬৫ ভাগ, সেখানে বিবিএস তখন বলেছিল সাক্ষরতার হার ৪৬ দশমিক ১৫ ভাগ। অবশ্য তারা ১১ বছর ঊর্ধ্বের শিশুদের হিসাবে এনেছিল। আর ক্যাম্পের মতে, ৭ বছরোর্ধ্ব শিশুদের সাক্ষরতার হার ৪১ দশমিক ৪ ভাগ। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পরে ২০০৫ সালে ঢাকা আহসানিয়া মিশন সাক্ষরতার হার নিরূপণে কাজ করেছিল। তাদের মতেও সাক্ষরতার হার ৪২ ভাগ। সাক্ষরতার হার নিয়ে এই ভিন্ন ভিন্ন মত থাকায় জনমনে বড় রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তির রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ব্যানবেইসের সংগৃহীত পরিসংখ্যান মতে, ১৯৯০ সালে সাক্ষরতার হার ছিল ৩৫ ভাগ। সরকারি প্রচেষ্টায় অবস্থার ক্রমোন্নতি হতে থাকায় ১৯৯৫ সালে ৪৭ ভাগ, ২০০০ সালে ৬৪ ভাগ এবং ২০০২ সালে সাক্ষরতার হার শতকরা ৬৫ ভাগে উন্নীত হয়।

ক্যাম্পের কার্যক্রম ব্যবস্থাপক কেএম এনামুল হক যুগান্তরকে বলেন, প্রকৃত সাক্ষরজ্ঞান বলতে হলে একজনকে কমপক্ষে নবম-দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে হবে। অন্যথায় সাক্ষরজ্ঞান মানুষের বৈশিষ্ট্য অর্জিত হবে না। আর এখনও প্রাথমিকে ৪৮ ভাগ এবং মাধ্যমিকে ৮০ ভাগ শিক্ষার্থী ড্রপআউটই করে। সেখানে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির তো প্রশ্নই ওঠে না। এই হার অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনাই বেশি বলে আশংকা তার।

এনজিও সমীক্ষা অনুযায়ী পরিকাঠামোর অভাবে দারিদ্র্যপীড়িত পল্লী অঞ্চলের ৪০ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। ১১ থেকে ১৮ বছর বয়সের ৪ কোটি কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে দেড় কোটি শিক্ষা পাঠ থেকে ঝরে পড়ছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এক কোটি ৬৪ লাখ।